[redacted]!

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তদন্ত করে জেলা কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল জানান, আরিফুল ইসলাম মিঠুর নামে সম্প্রতি একটিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। সে আত্মগোপনে রয়েছে। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে।

মুজিবনগরে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগর দারিয়াপুর মাঠে শাহাবুদ্দিন (৪০) নামের এক কৃষক বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে বিদ্যাধরপুর বাউন দা মাঠে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত শাহাবুদ্দিন বিদ্যাধরপুরের মৃত আলিমুদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, শাহাবুদ্দিন ঘটনার সময় নিজ জমিতে কাজ করছিলেন। এসময় হঠাৎ কালবৈশাখি ঝড় ও ব্রজপাতের ঘটনা ঘটে। বজ্রপাতে শাহাবুদ্দিন ঘটনাস্থলে মারা যায়।

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট ময়না মেম্বর কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মহাজনপুর ইউনিয়নের মেম্বর ময়নদ্দিন ওরফে ময়নার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মুজিবনগর আমলী আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বর মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন

পরিষদের সদস্য।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পরিচালনা করে ময়না মেম্বর কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের নীলমনি সিনেমা হলপাড়ায় ৬তলা ভবন তৈরি, নিজ গ্রাম কোমরপুরে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন ময়না মেম্বর। এছাড়া ভাইয়ের নামে ভাটা ব্যবসা করেন ময়না মেম্বর।

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে থাকেন ময়না। বেশ কিছুদিন ভারতে পালিয়েও ছিলেন তিনি। পরে উচ্চ আদালত থেকে অন্তবর্তীকালীন জামিন নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৫ নভেম্বর রাতে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এস আই এস এম মনিরুজ্জামান মিলনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কোমরপুর থেকে জিহাদ আলীকে আটক করে। জিহাদ আলী ময়না মেম্বারের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো।

এর আগে ২৫ আগষ্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল নামে প্রথম এক অনলাইন এজেন্ট আটক করে ডিবি পুলিশ। রয়েলের দেওয়া স্বীকারোক্তীতে ১১ নম্বর মামলার আসামি দেখা হয়েছিলো জাহিদ ওরফে শিমুলকে। শিমুল একাধারে ময়না মেম্বরের মাসুদ, রুবেল, নাসির শাহ পাশাপাশি মেহেরপুরিয়ান সপের মালিক ও মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতো।

ওই সময় জাহিদকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী গ্রহণ করেন। জিহাদ আলী প্রথমে ময়না মেম্বার, মাসুদ ও রুবেলের সাব এজেন্ট গোপালপুরের এবং পরিচালনা করতো এবং পরে নাসির শাহ মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবে মাসিক বেতনে কাজ করতো বলে আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

জানা গেছে, জিহাদ ওরফে শিমুলের কাছে থেকে পুলিশ মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। যে মোবাইলে ০১৮৩২-৫৩০৯১৫ ও ০১৯৮৮-২৩২৯৯৫ নম্বরের দুটি সিম ছিলো। মোবাইলে অনলাইন জুয়া পরিচালনাকারী রেড্ডি অ্যাপসে সাব এজেন্ট ৮৪৪২ এ ৮লাখ ৬৮৮৫৯ টাকা ব্যালেন্স ছিলো। অনলাইন জুয়ার চ্যানেল ফাজনাত নগদ এ ৬ লাখ ৬৮ হাজার৬৩৬ টাকা, ফাজনাত উপায় এ ৮লাখ ৭হাজার ৯০৩ টাকা ব্যালেন্স পাওয়া যায়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

লুৎফর রহমান শাহ’র ১৫ শতক জমি জাল দলিল করে রেজিস্ট্রি করে নেন মীর কামরুজ্জামান। এই জমি শুধু জাল করে রেজিস্ট্রি করেই ক্ষান্ত হননি খারিজ করে নেন। জমির দাগ নং ৪৪৪৪ ও ৪৪৫০, যার দলিল নং ৯০৯৩/১৪।

এঘটনায় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় সরকার,“ প্রতিবেশী, আপন ভাই বাদ যায়নি কেউ মীর কারুজ্জামানের হাত থেকে, প্রতারনায় ছুঁয়েছেন আসামন” শিরোনামে বিগত ১২/০৪/২০২২ ইং তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ স্বপ্রণোদিত মামলা করেন। মামলাটি পিবিআইকে তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। প্রতিবেদনে মীর কামরুজ্জামান ও তার দুই ভাই আব্দুর রহিম, আব্দুল করিম ও বোন নিলুফা ইয়াসমীনকে আসামি করা হয়। তার মাকেও এই মামলায় আসামি করা হয়েছিল। তার মা মারা যাওয়ায় মামলা থেকে অব্যহতি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, মীর কামরুজ্জামান লেলিন নিজেকে কখনো হাইকোর্টের আইনজীবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিকসহ নানা ভূয়াঁ পরিচয় দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করে আসছিলেন। মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় তাকে নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ রির্পোট লেখা পর্যন্ত কামরুজ্জামান লেলিন গ্রেফতার এড়াতে গা ঢাকা দিয়েছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্ণামেন্ট ২০২৩ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

ফুটবল বাঙ্গালীর প্রাণের খেলা। মাটি ও মানুষের সাথে এ খেলার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। ফুটবলে আমাদের রয়েছে সোনালী ইতিহাস। মেহেরপুরে ফুটবল টুর্ণামেন্ট আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই ইতিহাস ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চাই। মেহেরপুরের প্রবীণ ফুটবলাররা এমন আশা ব্যাক্ত করেছেন।

আজ বুধবার (২৬ এপ্রিল) বিকালে মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে ফুটবল টুর্ণামেন্ট আয়োজন উপলক্ষে আয়োজিত প্রস্তুুতিমুলক সভায় এসব আশা ব্যক্ত করেন তারা। মেহেরপুরের জৈষ্ঠ ফুটবলাররা বলেছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের এই আয়োজনটি হবে জেলার গত ২০ বছরের সব চেয়ে বড় আসর। জমকালো আয়োজন হবে এই ফুটবল টুর্ণামেন্টটিতে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রস্তুতিমুলক সভায় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুরের প্রবীন ফুটবল খেলোয়াড় মাসুদ করিম ধলস, এমদাদুল হক, মনিরুল ইসলাম, ইয়ারুল ইসলাম, হাসানুজ্জামান বাবু, শামস্জ্জুামান শামীম প্রমুখ।

আলোচনা সভায় টুর্ণামেন্টের নামকরন করা হয় “মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্ণামেন্ট-২০২৩” এবং ১৩ সদস্য বিশিষ্ট টুর্ণামেন্ট পরিচালনা কমিটি ও ৮ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠণ করা হয়।

টুর্ণামেন্ট পরিচালনা কমিটির আহবায়ক এমদাদুল হক, সদস্য সচিব মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু। এছাড়া সদস্যরা হলেন, প্রবীণ ফুটবলার মাসুদ করিম ধলস, মানিরুল ইসলাম, শামসুজ্জামান শামীম, হাসানুজ্জামান বাবু, শাহীনুর রহমান রিটন, ইয়ারুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, জাহাঙ্গীর আলম, মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জা, আজমাইন হোসেন ও মেহেদী হাসান।

উপদেষ্টা কমিটিতে রয়েছেস প্রবীণ ফুটবলার আব্দুর রহিম (সাবেক শিক্ষক), আব্দুর রহমান (সাবেক মেহেরপুর পৌর মেয়র), মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, আব্দুস সামাদ (সাবেক ব্যাংকার), আব্দুস সালাম, শামীম বসির, খন্দকার আবু শ্যামাইন, আব্দুস সালাম।

গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালকের বিরুদ্ধে

অভিভাবকের অভিযোগ

গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের বহুল আলোচিত পরিচালক আবুল কাসেমের বিরুদ্ধে এবার সাজ্জাদ হোসেন নামের একজন অভিভাবক ইউএনও বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার মেয়ে ফারজানা সাজ্জাদের এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিতে গেলে অতিরিক্ত ২৪ শ টাকা দাবী করে প্রবেশপত্র আটকিয়ে রেখেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২৫ এপ্রিল) গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে (ইউএনও) দেওয়া লিখিত অভিযোগের অনুলিপি গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও মেহেরপুর প্রতিদিনকেও দিয়েছেন অভিযোগকারী সাজ্জাদ হোসেন।

লিখিত অভিযোগে সাজ্জাদ হোসেন বলেন, আমার মেয়ে ফারজানা সাজ্জাদ গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজ থেকে চলতি বছরে এসএসসি পরীক্ষার্থী। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তার স্কুলের বেতন পরীক্ষার ফিস ও অন্যান্যসহ সমস্ত বকেয়া পরিশোধ আছে। আমি আমার মেয়ের পরীক্ষার প্রবেশপত্র আনার জন্য সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক আবুল কাসেমের কাছে যায়। প্রবেশপত্র চাইলে তিনি অতিরিক্ত ২৪ শ টাকা দাবী করেন। তার দাবীকৃত ২৪’শ না দিলে প্রবেশপত্র দেবেনা বলে জানান তিনি। এই টাকা কেনো চাচ্ছেন এমন প্রশ্ন করলে তিনি কোনো জবাব না দিয়ে বলেন আমি প্রবেশপত্র বাবদ ২৪ শ টাকা পেয়ে থাকি। তোমাকেও ২৪ শ টাকা দিতে হবে। আমি গরীব মানুষ অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার সামর্থ নেই। মেয়ের পরীক্ষা পাওয়ার জন্য সাজ্জাদ হোসেন ইউএনও’র সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজ থেকে চলতি বছরে ৪৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে বলে জানায় বিদ্যালয়ের একটি সূত্র।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার বলেন, একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাজ্জাদ হোসেন নামের এক অভিভাবক এই অভিযোগ ইউএনও স্যারকে দিয়েছে। তারই অনুলিপি আমাকে দিয়েছেন। আমি সাথে সাথে সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক আবুল কাসেম সাহেবকে ফোন দিয়েছি।

তিনি আরও বলেন, এর আগে বিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন শিক্ষক তার শিক্ষা সনদ ও বকেয়া বেতন পরিশোধ না করার কারণে আবুল কাসেমের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছিলেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সহকারি বজলুর রহমান বলেন, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগটি ডকেট করে ইউএনও স্যারের বরাবর পাঠানো হয়েছে।

সিনিয়র গ্রুপে ওল্ড টাইগার্স, জুনিয়রে ২০০২ চ্যাম্পিয়ন

ভাঙলো প্রাণের মেলা। ২৩ এপ্রিল শুরু হয়ে ২৫ এপ্রিল বিকালে ফাইনাল খেলার মধ্যে দিয়ে শেষ হলো মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (এমজিএইচএস) ক্রিকেট টুনামেন্ট। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিলো।

১৯৭৫ থেকে ২০১০ সালের এসএসসি ব্যাচ ভিত্তিক এ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে বিদ্যালয়ের ২০০৪ সালের ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। তাদের এ আয়োজন প্রাণের সঞ্চার তৈরি করে বন্ধুত্তের মেল বন্ধন সৃষ্টি করেছে। তরুণ সমাজ যখন মোবাইলসহ বিভিন্ন ধরণের নেশায় আসক্ত ঠিক সে মুহুর্তে এ আয়োজন মেহেরপুরে নতুন এক বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। এ টুর্নামেন্টকে ঘিরে দুর দুরান্তের দর্শকরাও বিমোহিত ছিলো চেয়ারবিহীন গ্যালারিতেও। চার ছক্কা কিংবা আউট হলেও মিউজিকের শব্দে পুরো খেলার মাঠে উৎসবের আমেজ তৈরি হচ্ছিলো। টুর্নামেন্টে দুটি গ্রুপে ১২ টি দল অংশ নেয়। সিনিয়র গ্রুপে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত এসএসসি ব্যাচসহ ২০০১ সাল পর্যন্ত ৪টি দল এবং জুনিয়র গ্রুপে ২০০২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৮টি দল খেলায় অংশ নেয়।

সিনিয়র গ্রুপে ওল্ড টাইগার ২০০১ ব্যাচকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০০২ ব্যাচ ২০১০ ব্যাচকে হারিয়ে জুনিয়র গ্রুপের শিরোপা ঘরে তোলে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সিনিয়র গ্রুপের ফাইনাল খেলায় ৮ উইকেটে ২০০১ ব্যাচকে পরাজিত করে। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০০১ ব্যাচ ৮ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ফয়সাল ৪২ করে রান করে। জবাবে খেলতে নেমে ওল্ড টাইগার্স ২ উইকেট

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক কাজী আনিসুজ্জামান, নাসির উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, সুশীল চক্রবর্তী,ব্যবসায়ী ফিরোজ আহমেদ, সোনিয়া শারমিন, টুর্নামেন্টের মূল উদ্যোক্ত সাইদুর রহমান সিমন, কানন, রাসেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। একই সঙ্গে উপস্থিত শিক্ষকদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযানে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে পলাতক আসামী গ্রেফতার

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে দুর্ধষ পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার ভোর হযরত শাহজালাল (র:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের সহায়তায় মুজিবনগর এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী, হত্যা, ডাকাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনসহ ০৮ টি বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত দুর্ধষ পলাতক আসামী উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলাম সিরাজ এর ছেলে সেলিম রেজাকে (৩৫) গ্রেফতার করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মুজিবনগর থানা সুত্রে জানা গেছে, মুজিবনগর থানা অফিসার ইন-চার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের দিকনির্দেশনায় মুজিবনগর থানার এসআই উত্তম কুমার, এএসআই আব্দুল মালেক ও সঙ্গীয় ফোর্স এয়ারপোর্ট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামীকে গ্রেফতার করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, অপরাধ সংঘটিত করে উক্ত আসামি সুকৌশলে পালিয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ায় পলাতক অবস্থায় ছিল। গোপন সংবাদ পাওয়া যায় সে গোপনে বাংলাদেশে আসছে এর উপর ভিত্তি করে অভিযান চালিয়ে তাকে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার করা হয়। আসামীকে প্রয়োজনীয় পুলিশ প্রহরার মাধ্যমে

বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তিনি জানান।

গাংনী যাত্রা শিল্পী উন্নয়ন পরিষদের কমিটি গঠন সভাপতি আজগর সম্পাদক অল্ডাম

বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার কার্যকরী কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়েছে। বিলুপ্ত প্রায় সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সংস্কৃতির শেকড় দর্শক নন্দিত যাত্রাশিল্পকে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়ে গাংনীতে গঠন করা হয়েছে কার্যকরী কমিটি। গত রবিবার সকাল ১১ টার সময় গাংনীর ঐতিহ্যবাহী নাট্যক্লাব ‘সীমান্ত অপেরা’র নিজস্ব কার্যালয়ে ত্রি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

সীমান্ত অপেরা’র পরিচালক ও প্রযোজক আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক আলোচনা শেষে নাট্যশিল্পী আলী আজগরকে সভাপতি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম কে সাধারন সম্পাদক মনোনীত করে কার্যকরী নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা মন্ডলীকে রয়েছেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সর্বজন শ্রদ্ধেয় সিরাজুল ইসলাম,কমরেড আব্দুল মাবুদ, আবুল কাশেম অনুরাগী সহ যাত্রাশিল্পী সংস্কৃতির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ।

একইভাবে গাংনী পৌর কমিটিও গঠন করা হয়। যাত্রাশিল্পী সংগঠক মো. কুতুবউদ্দীনকে সভাপতি ও নাট্যশিল্পী আকবর আলীকে সাধারন সম্পাদক মনোনীত করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পৌর কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। গাংনী পৌর কমিটির উপদেষ্টা মন্ডলীতে রয়েছেন সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, আজিজুল হক রানুসহ সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গ। কর্মী সম্মেলনে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত যাত্রাশিল্পী ও

মেহেরপুর জেলা পর্যায়ের বিশিষ্ট নাট্যশিল্পীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের বিনোদন কেন্দ্র দর্শনার্থীদের উপচেপড়া ভীড়

তীব্র তাপদাহ উপেক্ষা করেও ঈদ আনন্দ উল্লাসে মেতেছে বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার মানুষ। এক মাস সিয়াম পালনের পর ঈদের দিন বিকেল থেকে উপচেপড়া ভীড় লক্ষ করা গেছে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে। ঈদের দিনের চেয়ে দ্বিতীয় দিনে বিনোদন কেন্দ্র গুলি ভ্রমণ পিয়াসু মানুষের ভীড় উপচেপড়া। স্বামীর হাত ধরে নববধূ, প্রেমিকার হাত ধরে প্রেমিক, আাবার পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরছেন একটু বিনোদনের জন্য।

মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে ঘুরতে এসেছেন চুয়াডাঙ্গার তানভীর হুসাইন। সদ্য বিয়ে করেছেন তিনি। এটিই নববধূ পেয়ে প্রথম ঈদ। বউয়ের বায়না মেটাতে প্রথম বেড়াতে এসেছেন মুজিবনগরের ঐতিহাসিক স্থানে।

তিনি জানান, তীব্র গরমে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ঈদের আগের দিন থেকে মেহেরপুরের আবহাওয়া অনেকটা কমে মানুষের মধ্যে সস্তি এসেছে। বিকেলে ঘুরতে এসে অনেক পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হচ্ছে। ঈদের শুভেচ্ছাও বিনিময় হচ্ছে।

আমঝুপি নীলকুঠিবাড়তে ঘুরতে আসা নববধূ মধুমিতা জানায়,রমজান মাসের এক সপ্তাহ আগে তার বিয়ে হয়েছে। অন্যান্য বার ঈদের আনন্দ উপভোগ করতেন পিতা-মাতা ভাই-বোনদের সাথে। এবার তার স্বামীর সাথে ঘুরতে এসেছেন নীলকুঠিবাড়িতে। এখানে ঘুরতে এসে নাগরদোলায় চড়েছেন,ইলেকট্রিক চরকিতে ঘুরেছেন, চড়েছেন কেবল কারেও। স্বামীর সাথে বায়না ধরে কিনেছেন নানা ধরনের খেলনাপাতি।

ভাটপাড়া জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক ঘুরে দেখা মেলে কয়েক হাজার দর্শনার্থী। দর্শনার্থীদের ভিড়ে পরিপুর্ণ পার্কে মানুষ বিভিন্ন ভাবে বিনোদন নিচ্ছে। কথা হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোহী